আমঝুপি সোনালী ব্যাংকের বার্ষিক প্রীতিভোজ অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর সদর উপজেলা আমঝুপি সোনালী ব্যাংক শাখারে উদ্যোগে বার্ষিক প্রীতিভোজের আয়োজন করা হয়। আজ শুক্রবার আমঝুপি নীলকুঠি চত্বরে এ প্রীতিভোজ অনুষ্ঠিত হয়।

আমঝুপি ইউপি চেয়ারম্যান বোরহান উদ্দীন চুন্নুর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত চুয়াডাঙ্গা সোনালী ব্যাংক প্রিন্সিপাল শাখার ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার মোঃ নাজমুল হক।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এজিএম আবু জাফর সাদেক, এসপিও মোঃ সামসুজ্জামান।

আমঝুপি সোনালী ব্যাংক শাখার ম্যানেজার মোঃ জহিরুল ইসলামের সঞ্চালনায় আরও উপস্থিত ছিলেন আমঝুপি বাজার কমিটির সভাপতি আফ্সারুল হক হিরো, আমঝুপি ইউনিয়ন আওয়ামিলীগের সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার ছাদা এবং মোঃ শফিকুল ইসলাম, আতিয়ার রহমান বিশু, মোঃ সোহেল রানা, মোঃ শাহিন আলী, মোঃ আরিফুল ইসলাম, মোঃ শহিদুল ইসলাম, মোঃ আব্দুল কাদের, খলিলুর রহমান জোয়াদ্দার, গিয়াস উদ্দীন চানা, সাংবাদিক শহিদুল ইসলাম প্রমুখ।

গাংনীতে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল হতে শীতবস্ত্র বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনীতে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল হতে প্রাপ্ত শীতবস্ত্র শীতার্তদের মাঝে বিতরণ করেছে উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা।

বৃহস্পতিবার (২০ জনুয়ারী) বিকেলে উপজেলার তেরাইল গ্রামে এ শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।

উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান খোকন। ৬ টি ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককের মাঝে ৫টি করে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। সেই সাথে এলাকায় প্রকৃত অসহায় মানুষকে নির্বাচন করেন তাদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরন করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ইউনিয়ন গুলো হল কাথুলী, তেতুলবাড়িয়া, কাজিপুর, বামন্দি, মটমুড়া ও সাহারবাটি।

এ সময় উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক যথাক্রমে মনিরুজ্জামান মনি, নজরুল ইসলাম, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি ছানোয়ার হোসেন বাবলু, সাধারণ সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবুসহ সকল ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে নিরাপদ সবজি বিক্রয় কেন্দ্র চালু

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির তত্বাবধানে ও পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে কীটনাশকমুক্ত সাক সবজি মানুষের মাঝে ন্যায্যমুল্যে ক্রয় বিক্রয় করনের লক্ষ্যে মেহেরপুরের গাংনীতে নিরাপদ সবজি বিক্রয় কেন্দ্রে চালু করা হয়েছে।

আজ (২০ জানুয়ারী) বৃহস্পতিবার বেলা ১১ টার সময় গাংনী হাসপাতাল বাজারে নিরাপদ সাক সবজি বিক্রয় কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গাংনী উপজেলা কুষি কর্মকর্তা লাভলী খাতুন, পলাশী পাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির নির্বাহী পরিচালক মহাম্মদ মোশারফ হোসেনসহ বাজারের ব্যাবসায়ী নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বর্তমানে কীটনাশক ও রাসায়নিক সারের অবাধ ব্যাবহারে নিরাপদ সবজি পাওয়া মুশকিল। মেহেরপুরের মানুৃষ যাতে কীটনাশক ও রোগমুক্ত সাক সবজি পেতে পারে এজন্যই নিরাপদ সবজি বিক্রয় কেন্দ্রটি

গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে অভিমত ব্যাক্ত করেন অতিথিবৃন্দরা বিক্রয় কেন্দ্রে লাউ, কুচা, পুইশাক, আলু, বেগুন, করলা, ঝিঙ্গা, পটল, কলা, মুলা, বরবটি, টমেটো, চিচিংঙ্গা, সিম, কুমড়া, ফুলকপি ও বাধাকপি, সশা, গাজরসহ বিভিন্ন সবজি ন্যায্যমূল্যে বিক্রি কার্যক্রম শুরু হয়। কীটনাশক ও রাসায়নিক সার মুক্ত সবজি কিনতে এসে ক্রেতারা সন্তোষ প্রকাশ করেন।

উদ্বোধন কালে বক্তারা বলেন, বর্তমানে উচ্চ মাত্রায় ক্ষতিকর রাসায়নিক বালাইনাশক ও সার ব্যবহার করে উৎপাদিত শাক-সবজি খাওয়ার কারণে মানবদেহে চর্মরোগ, প্রতিবন্ধিতা, বন্ধাত্ব, ক্যান্সার, হৃদরোগ, খিঁচুনি, উচ্চ রক্তচাপসহ আরো অনেক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। আবার কোন কোন বালাইনাশকের অবশিষ্টাংশের প্রভাবে শরীরে বেশি দিন থাকে যা শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে লিভার,কিডনি, রক্ত ও চার্বিতে জমা হয়। ফলে নানা ধরণের রোগ দেখা দেয়। নিরাপদ সবজি যে সকল শাক-সবজি মানুষের শরীরের জন্য নিরাপদ, রোগ-জিবাণু ও বিষমুক্ত। প্রতিদিন আমরা যেসব শাক সবজি খাচ্ছি তা আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য কতটা নিরাপদ? শাক-সবজি চাষে জৈব সার, সবুজ সার , খামারজাত সার বেশি পরিমানে ব্যবহার করা। রাসায়নিক বালাইনাশকের পরিবর্তে জৈব বালাইনাশক ও পোকা দমনের জন্য সেক্স ফেরোমন ফাঁদ, রঙ্গিন আঠালো ফাঁদ ও বিষটোপ ব্যবহার সাক সবজি উৎপাদন করতে চাষিদের উদ্বুদ্ধ করণ ও ক্রেতাদের িনোপদ সবজি কেনা বেচার নির্দিষ্ট স্থানের বড়ই অভাব। এসব কথা ভেবেই মানুষকে শাক সবজি খাওয়া উচিৎ। শাক-সবজিতে বালাইনাশক ব্যবহার নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু তা প্রয়োগের পর একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করলে বিষাক্ত উপাদানের প্রভাব কমে যায়। তখন সবজি গ্রহন অনেকটা নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত হয়।

গাংনীতে অবৈধ কারখানার সন্ধান,

মালিকের জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনী পৌর এলাকার একটি ভাড়া বাড়িতে কারখানা চালু করে বিএসটিআই থেকে একটি পণ্যের অনুমোদন নিয়ে তৈরী করছেন ১৭টি পণ্য। এ অপরাধে ভোক্ত অধিকার ও সংরক্ষণ আইনে কারখানা মালিক আসাদুল ইসলামকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে এক মাসের কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে এ অভিযান পরিচালনা করেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশানার নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মাশতুরা আমিনা। দণ্ডপ্রাপ্ত আসাদুল ইসলাম গাংনী উপজেরার গোপালনগর গ্রামের মৃত ফজলুল হকের ছেলে।

জানা গেছে, আসাদুল ইসলাম গাংনী পৌর এলকার রাবেয়া মঞ্জিলের নিচতলা ভাড়া নিয়ে কারখানা গড়ে তোলেন। সেখানে ডিটারজেন্ট পাওডার তৈরীর জন্য বিএসটিআই অনুমোদন নিয়ে এর আড়ালে তিনি তৈরী করছেন টয়লেট ক্লিনার, গ্লাস ক্লিনার, ডিস ওয়াশ ও ফ্লোর ওয়াশসহ বিভিন্ন প্রকার ১৭টি পন্য। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কারখানায় অভিযান চালায়।

পরে প্রশাসনকে জানানো হলে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের সহকারি কমিশনার মাসতুরা আমিনা ঘটনাস্থলে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে কারখানা মালিক আসাদুল ইসলামকে ভোক্তা অধিকার আইনে দোষী সাব্যস্ত করে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে এক মাসের কারাদণ্ডাদেশ দেন।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মাসতুরা আমিনা বলেন, গাংনীতে অনমোদনহীন ১৭টি পণ্য তৈরীর অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় কারখানামলিক কে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় এবং অনুমোদনবিহীন উৎপাদিত পণ্য জব্দ করা হয়েছে।
অভিযানে মেহেরপুর ডিবি পুলিশের ওসি জুলফিকার আলী ও গাংনী থানা পুলিশের একটি টীম উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত সেমিনার

গাংনীতে জিটুপি পদ্ধতিতে সামাজিক নিরাপত্তা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

আজ সোমবার সকাল ১১টায় উপজেলা সভাকক্ষে সমাজ সেবা অফিসের আয়োজনে অনুষ্ঠিত সভার প্রধান অতিথি ছিলেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মৌসুমী খানম।

উপজেলা সমাজ সেবা অফিসারের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন কাজী কাদের মোঃ ফজলে রাব্বী, উপ-পরিচালক, সমাজ সেবা অধিদপ্তর, মেহেরপুর, এমপি প্রতিনধি মনিরুজ্জামান আতু,মটমুড়া ইউপি চেয়ারম্যান সোহেল আহমেদ, শাহারবাটি ইউপি মশিউর রহমান, রাইপুর ইউপি গোলাম সাকলাযেন ছেপু, গাংনী প্রেস ক্লাবের সভাপতি সহকারী অধ্যাপক রমজান আলী, উপজেলা প্রেসক্লাব সভাপতি আমিরুল ইসলাম প্রমুখ।

সভায় বক্তারা বলেন, জিটুপি সিস্টেম এ ভাতা, সম্মানী,বৃত্তি ও উপবৃত্তিভোগীরা এখন সরাসরি বিকাশ অথবা নগদ এর মাধ্যমে টাকা মোবাইল একাউন্টে টাকা পাবেন। সার্বিক উপস্থাপনায় ছিলেন কাজী আবুল মনছুর।

গাংনীর ভোলাডাঙ্গায় সরকারি জমিতে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ভোলাডাঙ্গা গ্রামে সরকারি জমি দখল করে অবৈধ ভাবে নির্মিত স্থাপনা উচ্ছেদ করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

আজ সোমাবার দুপুরে এ উচ্ছেদ অভিযান চালান গাংনী উপজেলা সহকারি কমিশনার ভূমি নাজমুল আলম। একই সঙ্গে অবৈধ দখলদার আবুল হোসেনকে অফিসে তলব করা হয়েছে।

সুত্র জানায়, ভোলাডাঙ্গা গ্রামের মৃত সাহাজ উদ্দিনের ছেলে আবুল হোসেন ভোলাডাঙ্গা হাটের সরকারি জমির একাংশ দখল করে পাকা ঘর নির্মাণ করছিলেন। স্থানীয়দের অভিযোগের ভিত্তিতে উপজেলা সহকারি কমিশনার (ভূমি) ও পুলিশ সদস্যরা অবৈধ স্থাপনার বিষয়ে ঘটনাস্থলে গেলে আত্নগোপন করে দখলদার আবুল হোসেন। অনেক চেষ্টার পর মোবাইল ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করেও ঘটনাস্থলে উপস্থিত না হওয়ায় আবুল হোসেনের অবৈধ স্থাপনা ভেঙ্গে দেয়া হয় এবং আবুল হোসেনকে অফিসে তলব করা হয়।

স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযানে ষোলটাকা ইউনিয়ন ভ’মি কর্মকর্তা আব্দুল রহিম, উপজেলা সার্ভেয়ার আজগর আলী,হেমায়েতপুর পুলিশ ক্যাম্পের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে ওয়েল্ডিং ব্যাবসায়ীর ১০ হাজার টাকা জরিমানা

লোহার তৈরি দরজা সরকারি রাস্তায় রেখে জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করার অপরাধে জিল্লুর রহমান নামের এক ওয়েল্ডিং মালিকের দশ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

আজ সোমবার দুপুর ১২ টার সময় মেহেরপুরের গাংনীর ভোলাডাঙ্গা গ্রামে এ অভিযান পরিচালনা করেন গাংনী উপজেলা সহকারি কমিশনার(ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট নাজমুল আলম।

জিল্লুর রহমান গাংনী উপজেলার ভোলাডাঙ্গা গ্রামের মৃত পালান মালিথার ছেলে।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট নাজমুল আলম জানান, জন গুরুত্বপূণর্ সড়কের ওপর দির্ঘদিন যাবত লোহার তৈরি দরজা রেখে প্রদর্শনী করে আসছিলেন ওয়েল্ডিং ব্যাবসায়ী জিল্লুর রহমান। পথচারিদের অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনাস্থলে গিয়ে এর সত্যতা পাওয়ায় সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ এর ৯১/১১ ধারায় ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা

হয়েছে।

এসময় গাংনী থানা পুলিশের একটি টীম ভ্রাম্যমাণ আদলত পরিচালনা কাজে সহায়তা করেন।

মেহেরপুর চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রির কম্বল বিতরণ

ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বারর্স অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ (এফবিসিসিআই) এর সহযোগিতায় শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ করেছে মেহেরপুর চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি।

সোমবার সকাল ১১ টার দিকে বড় বাজার হাজী মহসিন আলী রোড়স্থ্য চেম্বার কার্যলয়ে মেহেরপুর জেলার সকল বাজার সমিতির মাধ্যমে বাজারের নৈশ প্রহরী ও বিভিন্ন এলাকার হতদরিদ্রদের মাঝে এ সকল কম্বল বিতরণ করা হয়।

মেহেরপুর চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রির সভাপতি হাজী গোলাম রসুল উপস্থিত থেকে মেহেরপুর বড়বাজার ব্যবসায়ী সমিতি, হোটেল বাজার ব্যবসায়ী সমিতি, ওয়াবদা মোড় ব্যবসায়ী সমিতি, কলেজ মোড় ব্যবসায়ী সমিতি, তহবাজার ব্যবসায়ী সমিতি, কেদারগঞ্জ ব্যবসায়ী সমিতি, দারিয়াপুর ব্যবসায়ী সমিতি, কোমরপুর ব্যবসায়ী সমিতি, আমঝুপি ব্যবসায়ী সমিতি, বারাদি ব্যবসায়ী সমিতি, গাংনী ব্যবসায়ী সমিতি, বামুন্দি ব্যবসায়ী সমিতির নৈশ প্রহরীদের মাঝে বিতরণ করেন। এসময় মেহেরপুর চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি‘র সাধারণ সম্পাদক আরিফুল এনাম বকুল উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও মেহেরপুরের বিভিন্ন এলাকার হতদরিদ্র শীতার্ত মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়।

বাঁধাকপির বিদেশযাত্রা

সবজি উৎপাদনের জেলা মেহেরপুরের বাঁধাকপি রপ্তানি হচ্ছে এশিয়ার মহাদেশের কয়েকটি দেশে। ফলে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের আরো একটি নতুন দুয়ার তৈরি হয়েছে গেল দুবছর ধরে। ২০২০ সালে প্রথম মেহেরপুরের বাঁধাকপি মালয়েশিয়ায় রপ্তানি করা হয়। এবছর মালয়েশিয়ার সঙ্গে বাঁধাকপি রপ্তানি হচ্ছে সিঙ্গাপুর, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, তাইওয়ানসহ বেশ কয়েকটি দেশে। এছাড়াও মেহেরপুরে উৎপাদিত বাঁধাকপির ব্যাপক চাহিদা রয়েছে দেশের অন্যান্য জেলাগুলোতেও।

দেশে ও বিদেশে নিরাপদ সবজির ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। নিরাপদ সবজি উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে মেহেরপুর। বাঁধাকপির চাষীরা আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন। অন্যদিকে তাদের উৎপাদিত বাঁধাকপি বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে রাখছে বিশেষ ভূমিকা।

জানা গেছে, মেহেরপুরের সাহারবাটি, বন্দর, মোনাখালি, সোনাপুর, কাথুলিসহ গাংনীর বিভিন্ন গ্রামে এই কপির আবাদ হচ্ছে। আর্থিক লাভের কথা চিন্তা করে সবজি উৎপাদনে আগ্রহী হচ্ছেন এ অঞ্চলের কৃষকরা। প্রতিদিন মেহেরপুর থেকে ৩০-৩৫টি গাড়ি লোড হচ্ছে চিটাগাংয়ের উদ্দেশ্যে। যা চিটাগাং থেকে সুমদ্র পথে সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম ও ইন্দোনেশিয়ায় রপ্তানি হচ্ছে। দেশের বাজারে এক ট্রাক বাঁধাকপিতে চাষী পেত ৪০-৪৫ হাজার টাকা। কিন্তু বর্তমানে দেশের বাইরে বিক্রি করে চাষী পাচ্ছে ৭০ থেকে ৮০ হাজার টাকা।

বাঁধাকপি

জেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা গেছে, জেলাতে এক হাজার হেক্টর জমিতে বাঁধাকপি চাষ করেছেন কৃষকরা। সাধারণত শীতের মধ্যেই বাঁধাকপির চাষ ও হারভেস্টিং শেষ হয়ে যায়। জানুয়ারির শেষ পর্যন্ত বাঁধাকপি শেষ হয়ে যায়। এ লক্ষে মেহেরপুরের চাষিরা জমিতে কীটনাশক সহনশীল ও

নিরাপদ সবজি বাঁধাকপি চাষ করছেন। চলতি মৌসুমে চারটি দেশ ১৫০০ মেট্রিক টন বাঁধাকপির নেয়ার চাহিদা দিয়েছে রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানকে। সে মোতাবেক সরবরাহ করা হবে সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া ভিয়েতনাম ও ইন্দোনেশিয়ায়। কৃষকদের কাছ থেকে কপিগুলো সংগ্রহ করছেন রপ্তানীকারকরা। ক্ষেত থেকে সাদা কাগজে মুড়িয়ে বস্তা ভর্তি করে রপ্তানী উপযোগী করা হচ্ছে বাঁধাকপি। রপ্তানীকারকদের মাধ্যমে বাঁধাকপি বিক্রি করে অনেক বেশি লাভবান হচ্ছেন কৃষকরা। রপ্তানীকারকরা কৃষকের জমি থেকেই নিরাপদ বাঁধাকপি সংগ্রহ করেছেন।

রফতানিকারক প্রতিষ্ঠানের কোয়ালিটি কন্ট্রোল শাখা থেকে জানা গেছে, চারা রোপণের পর থেকে কপি সংগ্রহ করা পর্যন্ত নিবিড় পরিচর্যার মাধ্যমে রফতানি উপযোগী করে তোলা হয়। এবারে রফতানিতে সফল হলে আগামী বছর আরও অনেক সবজি রফতানি করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ গ্রামের চাষি বাবর আলী বলেন, আমার দেড় বিঘা জমিতে বাঁধাকপি চাষ করেছি। জমি থেকেই এক ব্যবসায়ী কিনে নিয়েছেন। নেওয়ার পর তারা সাদা প্যাকেটে মুড়িয়ে বস্তাবন্দি করে ট্রাকে নিয়ে যান চট্রগ্রাম বন্দরে। আমি দেড় বিঘা জমির বাঁধাকপি বিক্রি দিয়েছি ৮০ হাজার টাকায়। আমার খরচ হয়েছিলো ৩০ হাজার টাকা।

মোনাখালী গ্রামের ব্যবসায়ী আব্দুল খালেক বলেন, আমার নিজের ট্রাক আছে। কৃষকের কাছে থেকে কিনে আমিন ট্রেডার্স নামের দিনাজপুরের একটি রফতানিকারক প্রতিষ্ঠানের কাছে বিক্রি করে দিই। আবার অনেক সময় রফতানিকারক প্রতিষ্ঠানের কর্মীরাও এসে সরাসরি কৃষকের কাছে থেকে কিনে ট্রাক লোড করে নিয়ে যায়। প্রতি গাড়ি ৭০-৭৫ হাজার টাকায় বিক্রি হয়। দেশের বাইরে এগুলো যাচ্ছে তাই চাষিরা এমন দাম পাচ্ছে। তা না হলে ৪০-৪৫ হাজার টাকা দাম হতো।

মেহেরপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ পরিচালক স্বপন কুমার খাঁ বলেন, আমাদের নিরাপদ সবজির বাজার তৈরি করতে পারলে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হবে। এবছর মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ভিয়েতনাম ও তাইওয়ানে নিরাপদ সবজি হিসেবে বাঁধাকপি বাংলাদেশ থেকে রফতানি হচ্ছে। অন্যান্য দেশেও বাড়ছে নিরাপদ এই সবজির চাহিদা। কোনভাবেই যেনো এ সুযোগ হাতছাড়া না হয় সে বিষয়ে সকলকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

রাবেয়া মেডিকেল সার্ভিসেসের দুই মালিকের ১০ দিন জেল, সনোল্যাবের ৩০ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল এলাকায় অভিযান চালিয়ে রাবেয়া মেডিকেল সার্ভিসেস এর মালিক আব্দুল লতিফ ও তার পার্টনার এ্যাপোলো ক্লিনিকের মালিক মুকুল বাশারকে ১০ দিন করে জেল এবং সনো ল্যাব মালিক জে পি আগওয়ালার ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

আজ রবিবার দুপুরে মেহেরপুরের নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট ও সদর উপজেলার সহকারী ভূমি কমিশনার মো: আবু সাঈদ এ আদালত পরিচালনা করেন।

আরও পড়ুন : মেহেরপুর হাসপাতালে চিকিৎসককে লাঞ্চিত করলেন রাবেয়া মেডিকেল সার্ভিসের মালিক লতিফ (ভিডিওসহ)

তিনি জানান, ১৯৮২ সালের মেডিকেল প্রাক্টিস ও বেসরকারি ক্লিনিক ও ল্যাবরেটরি নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ এর ১৩ এর ২ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে রাবেয়া মেডিকেল সার্ভিসেস এর মালিক আব্দুল লতিফ ও তার পার্টনার মুকুল বাশারকে ১০ দিন করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এবং একই আইনের ৫২ ধারায় সনো ল্যাবের ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

তিনি আরো জানান, নিয়মিত ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান হিসেবে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি শাহ দারা খান জানান, ভ্রাম্যমাণ আদালতের রায় বাস্তবায়ন করে তাদের দুজনকে জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।